চীনের ভারত আক্রমণ

হিন্দী চীনী ভাই—ভাই
কে বলেছে ?
চৌ-এন লাই

শ্রীঅনিল কুমার দাস প্রণীত।

—প্রাপ্তিস্থান—

মহাজাতি সাহিত্য মন্দির
১৬৮/১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—সাত নয়া পয়সা মাত্র

চীনের ভারত আক্রমণ

আবার দামামা উঠ্‌লো বেজে' ভারত সীমান্তে হায়,
চীনা-দানবের অট্ট হাঁসিতে ভুবন ভরিয়া যায়।
ভারত-চীন ক'রে মারামারী সীমান্ত লয়ে মহা দন্দ্ব,
নানা দেশের লোক করে আলোচনা কেবা ভাল কেবা মন্দ।
দুর্ব্বল তির্ব্বত জয় করে চীনের বেড়েছে অহঙ্কার,
ভারত সীমান্ত দখল করে কিছু ছাড়ে রনহুঙ্কার।
ভেবেছে তারা গায়ের জোরে এশিয়া করিবে গ্রাস,
গায়ের জোরে বাড়াবে রাজ্য নেইকো তাদের ত্রাস।
আধুনিক অস্ত্র ট্রাঙ্ক ও কমান নিয়ে আক্রমণ করে,
সীমান্ত দেশগুলী দখল তারা কর্‌বে গায়ের জোরে।
অষ্ট-গ্রহের প্রভাব বুঝি চাপলো মোদের ঘাড়ে,
ধ্বংশ এবার হ'তে হবে দুষ্ট গ্রহের বিষম ফেরে।
ভারত-চীন বাধিল সংঙ্কট নেফায় চীনের দিয়ে হানা,
তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ভয়ে কাঁপে দুনিয়ার বুকখানা।
আজও ভুলেনি মানব দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের ভীষণ ধ্বংস লীলা,
হীরোসীমা নাগাসাকী, দিচ্ছে সাক্ষী বুকে লয়ে মহাজ্বালা।
কত কীর্ত্তি করিয়া ধ্বংস রাখিল এ্যাটোম সুনাম বেশ,
এ্যাটোম বোমার আঘাতে চূর্ণ ছিন্ন ভিন্ন করি জাপান দেশ।
রাষ্ট্রসংঙ্ঘে কম্যুনিষ্ট চীন কর্‌লো দাবী পেশ,
সদস্য হয়ে রাষ্ট্রসংঙ্ঘের থাক্‌বে সুখে বেশ।

তাদের দাবী টিক্‌লো নাকো বিশ্বের দরবারে,
বিদ্রোহী দেশ নয়া-চীন ব'লে দিল নাকো ভোট তারে।
চীনা-ভারত ভাই ভাই—রাষ্ট্রসংঘে চীনের স্থান চাই,
কম্যুনিষ্ট চীনের সমর্থনে—লড়েছে ভারত দেখ্‌তে পাই।
সেই ভারতের বুকের উপর চীনেরা দিল বিষম হানা,
রক্ত মোদের ক্ষেতে চায়—ভেঙ্গে বুকের পাঁজর খানা।
চীন নেতারা হুকুম দিল—একটি মাথা চীনের দিতে,
বদলে তার দশটি ক'রে ভারতবাসীর মাথা নিতে।
পাল্টা জবাব দিল ভারত বীর' একটির বদলে আটটী নিয়ে,
বিশটা চীনের মাথা নিল 'সিং, নিজ রক্ত ঢেলে দিয়ে।
দেশোদ্রোহী সাবধান! কালোবাজারী হুসিয়ার,
এমনি সময় সমাজ বিরোধীদের সইবে না সরকার।
দলদলী আর রেশারেশী রেখোনা মনে আজ,
ন এমসিময় চুপ করে থাকা নেইকো ঠিক কাজ।
ভারতের গৌরব রাখ্‌তে সবে আয়রে ছুটে ভাই,
হীন বীর্য্য নইকো মোরা যুদ্ধ করে মর্‌বো সবাই।
ভারত সীমান্ত অতর্কিত হানে বেইমান বেয়াদপ চীনের দল,
দিগ্বিবিজয়ের নেশা জাগিয়াছে মোনে চিন্তা করেনা ফলাফল।
ভারতবাসী কি হীন বীর্য্য ভাবিয়াছে চঞ্চুখোরের জাত,
এতটুকু সংকোচ হলোনা তোদের বন্ধুর গায়ে তুলিতে হাত।
কামানের গোলা না থাকুক মোদের ওরে কুতকুতে শয়তান,
শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়িবে ভারতের লক্ষ লক্ষ নওজোয়ান।
ভুল্‌লি তোরা চৌ-এন লাইরে জানাল ভারত সম্বর্দ্ধনা বিপুল,
"হিন্দী-চীনী ভাই ভাই" রবে দুদেশের লোক হ'লো আকুল।

হাজারো বছরের পাতা উল্টে দেখ হস্তিমূর্খ আহাম্মুখের দল।
হিউয়েন সাং স্কাহিঃ রেখেছে কি নজির, কোথা আছে কোলাহল।
বিদেশী পদপালের শোষনে যে প্রান্তর ছিল ধূসর,
তাহার করিতে উর্ব্বর ভারতের চেষ্টা অনন্তর।
সেই সুযোগে অতর্কিত হেনে চালাস্ মটার গোলা,
বন্ধুর সাথে হাত মিলাবার তাই যে এলো পালা।
দেশবাসীর উদ্দেশ্যে নেহেরুজীর ঔদার্ত্ত আহ্বান,
'ভুলি ভেদাভেদ' মতামত হও সবে আগুয়ান।
জাতির শত্রুরে রুখিতে হবে দিয়া শেষ প্রান,
দিকে দিকে সাড়া, কেবা আগে প্রাণ করিবে দান।
আপৎকালীন অবস্থার ঘোষণা, হও সবে আগুয়ান,
শ্রমিক-মালিক ভুলিয়া দ্বন্দ্ব বাড়াও উৎপাদন।
শত্রুর হইলে সহায়, করিলে গোপন-খবর দান,
জানিও ভীষণ শাস্তি, পৃথিবীতে নাই স্থান।
প্রতিরক্ষা-শক্তি করিতে জোরদার অর্থের প্রয়োজন,
বিদেশ হতে অস্ত্র চাই, মুক্তোহস্তে কর দান।
দেশ না বাঁচিলে বাঁচিবেনা ধন মান,
এগিয়ে এসে সবে কর সর্বশক্তি দান।
যুদ্ধরত যত ভারতের বীরসৈনিক, নওজোয়ান,
বোম-শঙ্কর রবে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে শত্রুরে কর খান খান্।
ঝেঁটিয়ে লালকুত্তা জঙ্গিবাজদের কর বিদায়,
বুঝুক বীরের এদেশ, জানুক বীর্য্যের সে পরিচয়।

———

সমগ্র ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষনা

নয়াদিল্লী, ২৬শে অক্টোবর—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ আজ রাত্রে ভারতে আপৎকালীন অবস্থা ঘোষনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারত রক্ষা আইনের যে ধারাগুলি বলবৎ ছিল, সেগুলি পুনরায় চালু করিয়া রাষ্ট্রপতি একটি অর্ডিন্যান্সও জারী করিয়াছেন।

সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির এই ঘোষনাটি প্রচার করা হয়।

সংবিধানের ৩৫২ অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি যদি উপলব্ধি করেন যে, যুদ্ধ বা বাহিরাক্রমণ কিম্বা আভ্যন্তরীণ হাঙ্গামার দরুণ ভারত বা ভারতের কোন অংশ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহা হইলে তিনি নির্দ্দেশ দ্বারা সেই মর্ম্মে একটি ঘোষণা করিতে পারেন।

জরুরী বিধানাবলী অনুযায়ী রাষ্ট্র সর্ব্বপ্রকার মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখিতে পারে।

এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া বলিয়াছেন যে, বৈদেশিক আক্রমনের দরুণ এক আপৎকালীন অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি ১৯৬২ সালের ভারত রক্ষা অর্ডিন্যান্স স্বাক্ষর করেন এবং উহা সঙ্গে সঙ্গে বলবৎ হয়।

... ...

ভারতে চীনা হামলায় বিভিন্ন নেতাদের ঘোষনা

কলিকাতা, ২৬শে অক্টোবর—মনুমেন্টের পাদদেশে লক্ষাধিক দেশপ্রেমিক নরনারী আজ বর্ষণমুখর আকাশের নীচে দাঁড়াইয়া রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া দৃপ্ত কণ্ঠে এই শপথ লন যে, "দেশের স্বাধীনতা ও অস্তিত্বের জন্য" তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর সহিত বিপুল জনতা যখন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেন তখন অন্ধকার নামিয়া আসা বিরাট এস্প্লানেড অঞ্চলে উহা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া দেশবাসীর দুর্জয় সংকল্পের কথাই ঘোষনা করে।

মনুমেন্টে ময়দানের কোনদিকেই আজ আর ফাঁক ছিলনা—জনতার চাপে এমন কি, পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাগুলিতেও যান চলাচল অসম্ভব হইয়া পড়ে। সভা সুরু হইবার পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি হইতে থাকে, কিন্তু, এমন কি মহিলারাও

তাহাকে গ্রাহ্যের মধ্যে লন নাই। সভা শেষ হইবার পরেও অনেকেই সভাস্থলেই থাকিয়া যান এবং সর্ব্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে থাকেন।

পশ্চিমবঙ্গের সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহুত এই বিরাট জনসভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন পৌরোহিত্য করেন এবং রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব মুখ্যমন্ত্রী প্রজা-সোস্যালিষ্ট নেতা ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীঅতুল্য ঘোষ, জনসংঘ নেতা অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ কলিকাতার মেয়র রাজেন মজুমদারও ভাষণ দেন।

... ...

শান্তিপ্রিয় চীনাগণ কর্ত্তৃক কম্যুনিষ্ট হানাদারদের তীব্র নিন্দা

"চীনা কম্যুনিষ্টদের অমানুষিক এবং দস্যুসুলভ পাশবিকতা সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানিতে বাকি নাই। আমাদের পরিবার-পরিজন, জ্ঞাতি-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদের উহার বাস্তব অভিজ্ঞতা অপেক্ষা ভাল করিয়া জানি।"

কলিকাতার "স্বাধীন, গণতান্ত্রিক, শান্তিপ্রিয় ভারতীয় চীনা এবং কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রবাসী চীনা"দের এক জমায়েতে আজ সকালে সমবেত কণ্ঠের সমর্থনসূচক ধ্বনির মধ্যে ইহা ঘোষণা করা হয়।

... ...

কম্যুনিষ্ট নেতা গোপালনের ঘোষণা

ত্রিচুর, ২৫শে অক্টোবর—সংসদে কমিউনিষ্ট দলের নেতা শ্রীএ কে গোপালন আজ এখানে বলেন, ভারতের বিরুদ্ধে চীনের "নগ্ন বিশ্বাসঘাতক ও জঘন্য আক্রমণ" সমাজবাদ ও শান্তির সমর্থক সকল মানুষের বিবেককে গভীরভাবে আহত করিয়াছে।

তিনি বলেন, যে দেশ শান্তি ও সমাজবাদের সমর্থক সে দেশ কখনও ভারতকে আক্রমণ করিতে পারে না, কারণ, ভারত বরাবরই শান্তি ও সহ-অবস্থানের নীতি অনুসরণ করিয়াছে এবং বিশ্ব-শান্তি আন্দোলনেও তাহার দান যথেষ্ট।

এক বিবৃতিতে কমিউনিষ্ট নেতা বলেন, ভারত আজ জগৎ সমক্ষে প্রমাণ করিয়াছে যে, অন্যের এক ইঞ্চি ভূমিও সে চাহে নাই।

শ্রীগোপালন বলেন, আমাদের সীমান্ত প্রতিরক্ষা পবিত্র জাতীয় কর্ত্তব্য। দলীয় সংস্কার ও ব্যক্তিগত বিরোধ যেন আমাদের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন না করে। আজ জাতির প্রধান কর্ত্তব্য ভারতভূমিতে হানাদারদের নেফা, লাদক ও

কাশ্মীর হইতে বিতাড়ন করা।

তিনি বলেন, এই বিরাট জাতীয়সঙ্কটের সম্মুখীন হইবার জন্য দেশকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমাদের সরকারের পিছনে সমগ্র জাতিকে এক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে এবং দ্বিতীয় প্রতিরক্ষা লাইন গড়িয়া তুলিয়া আমাদের সৈন্যবাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি করিতে হইবে।

... ...

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী এম-পি'র বিবৃতি

পার্লামেণ্টের কম্যুনিষ্ট দলের ডেপুটি নেতা শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী একটি বিবৃতিতে বলিয়াছেন :—'চীনাবাহিনী যে আমাদের সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়া ভারতীয় এলাকা অধিকার করিয়াছে, সে বিষয়ে আর কথার মারপ্যাঁচের বা সন্দেহের অবকাশ নাই। আমাদের মাতৃভূমি রক্ষা করার জন্য এবং ভারত সরকার আমাদের দেশ ও আমাদের সীমান্ত রক্ষার উদ্দেশ্যে যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন, সেগুলি সমর্থন করার জন্য ভারতের প্রতিটি নর-নারীকে অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে।

'যখন বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার সম্ভবনা উজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইতেছিল, ঠিক তখনই, গত ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে, চীন ম্যাকমোহান লাইনে ভারতীয় ঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিয়া ও আমাদের এলাকায় প্রবেশ করিয়া শান্তিপূর্ণ আলোচনার পথ রুদ্ধ করিয়াছে, ইহা গভীর দুঃখের বিষয়। ভারত সরকারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টিও এই ঘোষণা করিয়া আসিতেছে যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসার পথ বাহির করিতে হইবে। যেখানে বল-প্রয়োগের হুমকী দেওয়া হইতেছে, সেখানে কোন সার্থক আলোচনা চলে না। ৮ই সেপ্টেম্বর যে অবস্থা ছিল, সেই অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তনের ভিত্তিতে মীমাংসার নূতন চেষ্টা করা যাইতে পারে।

"আমাদের অভ্যন্তরীণ নীতির নানা বিষয়ে ভারত সরকারের সহিত বহু মতবিরোধ সত্ত্বেও ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি সর্ব্বদাই বলিয়া আসিয়াছে যে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতি শান্তির নীতি। নেহরু ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ "একই গোয়ালের গরু" চীন সরকারের নেতাদের এই ধরণের বিবৃতির সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্পূর্ণ ভিন্নমত। তাহা ছাড়া, (চীনা নেতাদের) ঐ অভিমত বিশ্ব কম্যুনিষ্ট আন্দোলন সম্পর্কে ১টি দলের বিবৃতির সঙ্গেও সামঞ্জস্যহীন

"ভারতীয় সীমান্ত রক্ষা ও ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার প্রশ্ন সর্ব্বোচ্চ জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন প্রশ্ন। মীরাট প্রস্তাব, দিল্লীতে গৃহীত ১৯৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রস্তাব, নির্ব্বাচনী ইস্তাহার ও হায়দরাবাদ প্রস্তাবে দ্বারা কম্যুনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়া ইহা পরিষ্কাররূপে দেখাইয়াছে যে, যে কে দিক হইতেই ভারতের সীমান্ত আক্রান্ত হউক না কেন সেই সীমান্ত রক্ষ ভারতের অন্যান্য অধিবাসীদের সহিত কমুনিষ্ট পার্টিও আগ্রহী। চৈনি বাহিনী আমাদের সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছে। আমাদের দেশ অবশ্যই র করিতে হইবে।"

... ...

ভারতের সাফ জবাব

নয়াদিল্লী, ২৪শে অক্টোবর—ভারত সরকার আজ এক বিবৃতিতে ঘোষ করিয়াছেন যে, ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের পূর্ব্বে সমগ্র সীমান্তে চীনা যে-স্থানে ছিল তাহারা অন্ততঃ সেই স্থানে ফিরিয়া গেলে তবেই সীমান্ত বিরো সম্পর্কে ভারত চীনের সহিত আলোচনায় সম্মত হইবে।

চীনা সৈন্যরা ভারতীয় এলাকায় হানা দিয়া ব্যপক এলাকা দখল করি এবং সেই বলপূর্ব্বক অধিকারের ভিত্তিতেই নিজ শর্ত্ত অনুযায়ী সমস্যার মীমাং করিতে চাহিবে—এই অবস্থা ভারত কখনোই মানিয়া লইবে না।

... ...

বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্রের নিকট ভারতের অস্ত্র প্রার্থনা

লণ্ডন, ২৭শে অক্টোবর—চীনা আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ভার সরকারের পক্ষ হইতে বিভিন্ন বন্ধু রাষ্ট্রের নিকট অস্ত্রশস্ত্রের যে প্রর্থনা জানা হইয়াছে সে সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বৃটেন ও আমেরিকার নিকট হইতে সাড় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

আজ এখানে কমনওয়েলথ সম্পর্ক দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র আজ বলেন বৃটেন ভারতকে ছোটখাটো ধরণের অস্ত্র প্রেরণ করিবে।

সমাপ্ত

প্রিণ্টার—শ্রীসন্তোষ কুমার দাস কর্ত্তৃক "সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্"
১৬৮।১ সি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।